মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যাঃ ০১**
প্রতিবেদনাধীন বছরঃ ২০১৯-২০ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ ২৮-০৬-২০**

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
বিআইডব্লিউটিএ (মোট পদ সংখ্যা)	৪,৬৬০	৪,২০৯	৪৫১	--	--
মোট	**৪,৬৬০**	**৪,২০৯**	**৪৫১**	**--**	**--**

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	২৪	১৪	৯৯	৩১৪	৪৫১

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮	২১৫	২৩৩	৩৫	৩২১	৩৫৬	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান/চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন				৫৪ দিন	৩২ টি পরিদর্শন
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ					

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) নাই

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান/চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
				-	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ২৮ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বিআইডব্লিউটিএ	২২৫	৭১২.৬১	-	২৬	২৫৮.২৪	১৯৯	৪৫৪.৩৭
সর্বমোট		২২৫	৭১২.৬১	-	২৬	২৫৮.২৪	১৯৯	৪৫৪.৩৭

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
ক) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা =১৭ খ) ১ লা জুলাই ২০১৯ ইং হতে ২৮ শে জুন ২০২০ ইং পর্যন্ত মামলার সংখ্যা=২২ সর্বমোট মামলার সংখ্যা=৩৯	০১	১১	০৪	১৬	২৩

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ২৮ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
০৩	২৬	০২	৩১	১১

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ২৮ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৪০	৯২৪

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না?

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ২৮ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০৫	০৭

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯২	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	-	-

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ নাই
(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০১৯-২০		২০১৮-১৯		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি

১) দপ্তরের নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

দপ্তরের ঠিকানাঃ বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ছবি

ওয়েবসাইটঃ www.biwta.gov.bd
ই-মেইলঃ info@biwta.gov.bd
মোবাইলঃ ০১৯৬৮-৩৯০০০৫
টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৫৬১৫১-৫৫
ফ্যাক্সঃ ৯৫৫১০৭২

৩। দপ্তরের পরিচিতিঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সনের ১৮ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ শুরু হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়রম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

৪। ভিশনঃ দক্ষ ও নিরাপদ নৌ-পরিবহন নেটওয়ার্ক সৃজনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন।

মিশনঃ নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, যাত্রী ও পণ্যের সহজ ও নিরাপদ ওঠানামার সুবিধা প্রদান, অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের সঙ্গে সমন্বিতভাবে একটি বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৫। দপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

কার্যাবলী (Function)

- নৌপথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনাসহ নৌ-পরিচালনের সুবির্ধাথে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন।
- নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং জোয়ার-ভাটার চার্ট প্রকাশনা ।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন । নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশ্য মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, খাঁড়ি ও খাল খনন।
- বিদ্যমান নদী বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনাসহ নৌ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও যাত্রী মালামাল পরিবহনে নতুন নদী বন্দর ও লঞ্চ ঘাট স্থাপন । নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট সমূহে পিলার, জেটি, অবতরণ স্থান, ঘাট, ডক, কি (Quay), মুরিং (mooring) ওয়ার্ফ (wharf), টার্মিনাল, নোঙর (anchorage), পিয়ার, বার্থ (birth) বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান ।

- নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের যাত্রী ও মালামালের ভাড়া নির্ধারণ, যাত্রীবাহী নৌ-যানের সময়সূচী অনুমোদন।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত নৌ-যান উদ্ধার।
- অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।
- নৌ-কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌপথের পাইলটেজ সুবিধা প্রদান।
- নৌ-পথ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি ও নিরাপদ পণ্য পরিবহন নিশ্চিতকরণ।
- ঘাট/পয়েন্ট ইজারা
- কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের তথ্যাদি
- কঞ্জারভেন্সী ফি গ্রহণ
- ঠিকাদার নিবন্ধীকরণ ও নবায়ন
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পণ্য সরবরাহের জন্য নতুন তালিকাভুক্তিকরণ ও নবায়ন।
- জোয়ার-ভাটার উপাত্ত সরবরাহ, হাইড্রোগ্রাফিক ম্যাপ/চার্ট জোয়ার-ভাটা বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সরবরাহ এবং তৃতীয় পক্ষের জরিপ কাজ সম্পন্নকরণ।
- PIWT & T এর আওতায় প্রতিষ্ঠানিক তালিকাভুক্তি।
- নৌ-যানের ভয়েজের অনুমতি।
- ভয়েজের মেয়াদ বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের অনুমতি।
- নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান (ব্রীজ, বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ/কেবল/পাইপ লাইন)।
- পণ্যবাহী নৌ-যানের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামালের তথ্যাদি/পরিসংখ্যান সরবরাহ।
- পাইলটেজ সার্ভিস।
- জাহাজ ও পন্টুন ভাড়া।
- নিমজ্জিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান উদ্ধার।
- নৌ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রেরণ।
- মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নমিনী, পোষ্যদের বেনাভোলেন্ড ফান্ড, অনুদান অর্থ পরিশোধ এবং কর্মচারীদের হিতৈষী তহবিল পরিচালনা ইত্যাদি
- পেনশন ভাতা, চুড়ান্ত পাওনা/আনুতোষিক, সিপিএফ, বেনাভোলেন্ড ফান্ড ইত্যাদি

৬। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জনবল সংশিষ্ট তথ্য (জুন ২০২০)

শ্রেনী/গ্রেড	অনুমোদিত পদেরসংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা		
			সরাসরি	পদোন্নতি	মোট
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	৩৩৬	২৮৫	২৪	২৭	৫১
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	৩০০	২৭৭	১৪	০৯	২৩
৩য় শ্রেণী (গ্রেড-০৯, ১০, ১১-১৬)	১৬৮৪	১৪০৪	৯৯	১৮১	২৮০
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	২৩৪০	১৯৭৯	৩১৪	৪৭	৩৬১
মোট=	৪৬৬০	৩৯৪৫	৪৫১	২৬৪	৭১৫

৭। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

বন্দর বিভাগঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের মাধ্যমে ৪০৫ টি ঘাট/পয়েন্ট/ টোল ষ্টেশন ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল ষ্টেশন সমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ৯২,৭১,২৪,৫১৮/-(বিরানব্বই কোটি একাত্তর লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত আঠার) টাকা রাজস্ব খাতে অর্জিত হয়।

উচ্ছদ সংক্রান্ত তথ্যঃ ঢাকা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/০৯ এর আদেশ অনুযায়ী ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুড়িগঙ্গা/তুরাগ/শীতলক্ষা নদী সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

তারিখ	উচ্ছেদকৃত স্থাপনা	উদ্ধারকৃত তীরভূমি	জরিমানা	নিলাম	মন্তব্য
ঢাকা নদী বন্দর	২,৬৩৩ টি	৬৪.৭৫ একর	৩৫,৪৯,০০০/-	৮,২৬,১৫,০০০/-	জেল ০৫ জন
নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর	৬৮১ টি	৪১.৫০ একর	৯,৮০,০০০/-	৬৫,৯৮,৬০০/-	
মোটঃ	**৩,৩১৪ টি**	**১০৬.২৫ একর**	**৪৫,২৯,০০০/-**	**৮,৯২,১৩,৬০০/-**	

মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম.পি. কর্তৃক
" ঢাকার চারিপাশের বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভূমি হতে বর্জ্য উত্তোলন কর্মসূচী" এর শুভ উদ্বোধন

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকাঃ সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, টেকসই ও উন্নত নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী পণ্যবাহীসহ সকল ধরনের নৌযানকে রুটপারমিটের আওতায় আনার জন্য বিদ্যমান ''বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (সময় ও ভাড়া সূচী অনুমোদন) বিধিমালা-১৯৭০'' সংশোধন করে ''বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচী ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা-২০১৯'' সরকার কর্তৃক গেজেটে আকারে জারী করা হয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যবলিঃ

ক্রঃনং	উল্লেখ্য যোগ্য কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ
১.	যাত্রি সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে সারাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপথে অনুমোদিত লঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রি সাধারণ নিরাপদে চলাচলের নিমিত্তে রেজিস্ট্রেশন ও সার্ভে সনদধারী যাত্রিবাহী নৌযানের অনুকূলে রুটপারমিট/ সময়সূচী প্রদানসহ এ সকল লঞ্চসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বর্তমানে প্রায় ২২৮টি নৌপথে ৮০০ শতাধিক যাত্রিবাহী নৌযানের অনুকূলে রুটপারমিট/ সময়সূচী অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
২.	নৌপথে চলাচলের জন্য পর্যটকদের সুবিধা প্রদান	অভ্যন্তরীন ও উপকূলীয় নৌপথে পর্যটকদের যাতাযাতের সুবিধার্থে সরকার তথা বিআইডব্লিউটিএ বিভিন্ন নদী বন্দরে সুবিধাদি বৃদ্ধি করেছে এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নৌযান সংযোজন করা হয়েছে। অশান্ত মৌসুমে ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট, আলেকজেন্ডার-মির্জাকালু নৌপথে এবং শান্ত মৌসুমে টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌপথে পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে প্রয়েজনীয় নৌযান চলাচলের অনুমোতি প্রদান করা হয়েছে এবং যাত্রি সাধারনের নিরাপদ ও নিবিঘ্নে নৌযানে উঠা-নামার জন্য বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ভ্রমন পিপাসু পর্যটকদের জন্য কক্রাবাজারস্থ নুনিয়াছড়া-মহেশখালী ও কক্রাবাজার-টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌপথে যাত্রিবাহী নৌযান চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৩.	কালবৈশাখী মৌসুমে নৌপথে যাত্রি সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	কালবৈশাখী মৌসুমে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর সমূহে লঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে সনদধারী মাষ্টার/ ড্রাইভার, জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামাদি যথাযথ রয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করা এবং অতিরিক্ত যাত্রী বহনরোধে স্পেশাল ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে নৌ-হুশিয়ারী সম্বলিত বিভিন্ন শ্লোগান, লিফলেট, বিলবোর্ড প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে।
৪.	যাত্রিবাহী লঞ্চে ডাস্টবিন স্থাপন এবং যাত্রিদের অন্যান্য সুযোগসুবিধা সৃষ্টি।	অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীদের দ্বারা সৃষ্ট ময়লা-আবর্জনা নদীতে না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলার লক্ষ্যে প্রতিটি লঞ্চে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া যাত্রিদের বিনোদনের জন্য যাত্রিবাহী বড় বড় লঞ্চে পাঠাগার স্থাপন, পত্রিকা সরবরাহ ও ইন্টারনেট সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে।
৫.	বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (Covid-১৯) বিস্তার রোধ ও পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী লঞ্চ পরিচালনার ব্যবস্থা করা	বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (Covid-১৯) বিস্তার রোধ ও পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি নদী বন্দরে যাত্রীবাহী লঞ্চের মাস্টার/ড্রাইভার/স্টাফদের প্রাথমিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া টার্মিনালের প্রবেশমুখে জীবানুনাশক টানেল স্থাপন, তাপমাত্রা পরিমাপক হ্যান্ড থার্মালের মাধ্যমে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হ্যান্ড সেনিটাইজারের মাধ্যমে টার্মিনালে প্রবেশ করণ এবং প্রতিটি লঞ্চ যাতে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে চলাচল করে সে লক্ষ্যে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় কঠোর মনিটরিং করা হচ্ছে।
৬.	নৌদুর্ঘটনা রোধে গুরুত্বপুর্ণ নদী বন্দর সমূহে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।	অভ্যন্তরীন নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে সকল নদী বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাটগুলোতে পরিবহন পরিদর্শক, বার্দিং সারেং, ট্রাফিক সুপারভাইজার পদায়নের মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি নদী বন্দরে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌপুলিশের সহায়তায় কঠোর মনিটরিং করায় বর্তমানে দুর্ঘটনা প্রায় শুন্যের কোটায় নেমে এসেছে।
৭.	মৌসুমী অশান্ত নৌপথ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।	সরকারী নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবছরের ১৫ মার্চ হতে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে মৌসুমী অশান্ত উপকূলীয় নৌপথ সী-সার্ভে ব্যতীত (আংশিক উপকূলীয় চলাচলের ছাড়পত্র) সকল ধরনের যাত্রী নৌযানের রুটপারমিট/ সময়সূচী জারী বন্ধ রাখা হয়েছে । এসময়ে অবৈধ নৌযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নৌপুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে নদী পথে অবৈধ নৌযান চলাচল অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
৮.	অভ্যন্তরীণ নৌপথে স্পীডবোট চলাচলের অনুমতি প্রদান	যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে পটুয়াখালী জেলার পানপট্টি-কোরালিয়া, বোয়ালিয়া স্লইজগেট-ছোট বাইশদিয়া/ কাজিরহাওলা/ চরমন্ডল/ চালিতাবুনিয়া, গৈনখালী-চরমোন্ডল, আরিচা/ পাটুরিয়া-নাজিরগঞ্জ-ধাওয়াপাড়া নৌপথে সনদধারী স্পীডবোটের অনুকলে রুটপারমিট/ সময়সূচী অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বৈদেশিক পরিবহন শাখাঃ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারনের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুসরণে ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWTT)স্বাক্ষরিত হয়। আলোচ্য প্রটোকলটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অদ্যবধি কার্যকর আছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) এবং ভারত সরকারের পক্ষে Inland Waterways Authourity of India (IWAI) উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করে। বিআইডব্লিউটিএ এর নৌ-নিট্রা বিভাগের বৈদেশিক পরিবহন শাখার মাধ্যমে PIWTT এর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বৈদেশিক পরিবহন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

০১। বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T) ২০২০ সালে জন্য তালিকাভূক্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। PIWTT এর আওতায় বর্তমানে তালিকাভূক্তি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৩টি।

০২। গত ২০/ ০৫/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত PIWTT 2nd Addendum to the Protocol এ নতুন ২টি রুট সোনামুড়া (ভারত)-দাউদকান্দী(বাংলাদেশ) সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উভয় দেশের ০৫টি করে মোট ১০টি নতুন Ports of Call সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি দেশের বর্তমান Ports of Call এর সংখ্যা ১১টি করে সর্ব মোট ২২টি । বর্ণিত 2nd Addendum আলোকে PIWTT আওতাধীন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রটোকল রুট নং ৫-৬ আরিচা পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং উক্ত নৌপথে পণ্য পরিবহন অনুমতি প্রদান কার্যক্রম চলমান।

০৩। PIWTT এর আওতায় আশুগঞ্জ Transshipment পয়েন্টে নিয়মিতভাবে Transshipment কার্যক্রম চালুর পর জুলাই ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আশুগঞ্জ বন্দরে Transshipment এর মাধ্যমে নৌ-যান দ্বারা প্রায় ০৬ (ছয়) টি ট্রিপের মাধ্যমে প্রায় ৫৫০০ মে: ট: পণ্য পরিবাহিত হয়েছে ।

০৫। Standard operating Procedure (SoP) of MoU on Passenger and cruise Services on the Coastal and Protocol route between the Govt. of the people`s republic of Bangladesh and the Govt. of the republic of India এর আওতায় ১টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ এমভি. মহাবাহু কোলকাতা-চিলমারী-ধুবরী-পান্ডু নৌপথে চলাচল করেছে।

০৬। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত নৌসচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চিলমারী (বাংলাদেশ)-ধুবরী (ভারত) নৌপথে ২০১৯ সালের জুলাই মাস সময়ে স্বল্প নাব্যতা সম্পন্ন নৌযান চলাচল শুরু হওয়ার পর হতে চিলমারী-ধুবরী নৌপথে ৫ টি নৌযানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

০৭। বিদ্যামান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ-যানের বর্তমান অনুপাত ৯৫.২১:৪.৭৯ । PIWTT এর আওতায় বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা জুলাই ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ২,৫৯১টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ২২,২৩,৪৬১ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ৫৪টি নৌ-যান দ্বারা ৮৩,২৫৪ মেট্রিক টনসহ মোট ২৩,০৬,৭১৫ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

০৮। PIWTT এর আওতায় ৫-৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০তম স্ট্যান্ডিং কমিটি সভা এবং নৌসচিব পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সার্ভে ও উন্নয়ন শাখাঃ

বিষয়ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সার্ভে ও উন্নয়ন শাখা কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত নৌ-পথসমূহে ও-ডি/ট্রাফিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

ইওডঞঅ ঙৎফবহধহপব- ১৯৫৮ এর ঋঁহপঃরড়হং-১৫ (ারর) অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ট্রাফিক সার্ভে করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ এর ক্ষমতা। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত ১২ টি নৌ-পথ ও-ডি/ ট্রাফিক সার্ভে করা হয়েছে।

ক্রঃনং	নৌ-পথের নাম	জরিপ কাল	দপ্তর আদেশ ও তারিখ
১.১	কুমিরা(সীতাকুন্ডু)-গুপ্তছড়া (সন্দীপ)	২৪/০৭/২০১৯-৩১/০৭/২০১৯ ইং পর্যন্ত	১৪৩২/২০১৯ তাঃ ১৭/০৭/২০১৯ইং
১.২	টেকেরঘাট (তাহেরপুর)	০২/০৯/২০১৯- ০৯/০৯/২০১৯ ইং পর্যন্ত	১৫৪৮/২০১৯ তাঃ ০৭/০৮/২০১৯ইং
১.৩	ঢাকা- ঝালকাঠি-ঢাকা	১২/০৯/২০১৯-১৯/০৯/২০১৯ ইং পর্যন্ত	১৭৮৯/২০১৯ তাঃ ১২/০৯/২০১৯ ইং
১.৪	ঢাকা-বরগুনা ভায়া বরিশাল- ঢাকা	০১/১০/২০১৯- ০৮/১০/২০১৯ ইং পর্যন্ত	১৯০১/২০১৯ তাঃ ২৯/০৯/২০১৯
১.৫	ঢাকা-সবুজবাগ (আমতলী)	২৪/১০/২০১৯- ৩১/১০/২০১৯ ইং পর্যন্ত	২১০৩/২০১৯ তাঃ ২৩/১০/২০১৯
১.৬	ঢাকা-পটুয়াখালি- ঢাকা	১৫/১১/২০১৯-২২/১১/২০১৯ ইং পর্যন্ত	২২৪০/২০১৯ তাঃ ১৪/১১/২০১৯ ইং
১.৭	ঢাকা-লালমোহন-ঢাকা	২৬/১১/২০১৯-২৮/১১/২০১৯ ইং এবং ০৫/১২/২০১৯ -১০/১২/২০১৯ইং পর্যন্ত	২৩০৯/২০১৯ তাঃ ২৫/১১/২০১৯ ইং ২৪১১/২০১৯ তাঃ ০৫/১২/২০১৯ইং
১.৮	গোমতী নদী	১২/১২/২০১৯-১৯/১২/২০১৯ ইং পর্যন্ত	২৪৫১/২০১৯ তাঃ ১০/১২/২০১৯ ইং
১.৯	ঢাকা-বরিশাল	৩১/১২/২০১৯-০৭/০১/২০২০ ইং পর্যন্ত	২৫৪৮/২০১৯ তাঃ ৩০/১২/২০১৯ ইং
১.১০	টেকনাফ(দমদমিয়া)-সেন্টমার্টিন-টেকনাফ(দমদমিয়া)	১৫/০১/২০২০-২২/০১/২০২০ ইং পর্যন্ত	৩৪/২০২০ তাঃ ১৪/০১/২০২০ ইং
১.১১	সাভার কর্ণপাড়া টোলষ্টেশন, সাভার কুন্ডা টোল স্টেশন	০২/০২/২০ - ০৭/০২/২০ ইং পর্যন্ত	৩৬০/২০২০ তাঃ ২৯/০১/২০২০ইং
১.১২	রাঙ্গামাটি-মারিশ্যা/ছোটহরিনা /জুরাইছড়ি / বিলাইছড়ি/নানিয়ারচর	২০/০২/২০২০-২৭/০২/২০২০ ইং পর্যন্ত	৫০৪/২০২০ তাঃ ১৮/০২/২০২০ ইং

প্রকৌশল বিভাগঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদনঃ

- চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপের যোগাযোগের সুবিধার্থে সন্দ্বীপ চ্যানেলে ১০৬৭ মিটার দীর্ঘ আরসিসি জেটি নির্মাণ;
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের সিরাজগঞ্জ ডিভিশনে একটি পাইলট হাউজ নির্মান;
- বাঅনৌপক প্রধান কার্যালয়ে অগ্নি নির্বাপক ইকুইপমেন্ট (পানির স্প্রিংকলার, বিপদসংকেত যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামদি) স্থাপন কাজ;
- শিমুলিয়া ফেরী ঘাটে মোট ৩৭ টি দোকান নির্মান;
- পাটুরিয়া লঞ্চঘাট যাত্রী সাধারনের সুবিধার্থে সংযোগ সড়কের উপর শেড নির্মান;
- বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বেতুয়া লঞ্চঘাটে ৫টি ৩০'' ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন ও ৪টি আরসিসি বোলার্ড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাটে জেটি নির্মান ও ৩০'' ডায়া স্পাড স্থাপন ও সংযোগ রাস্তা নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- কক্সবাজার জেলার আওতাধীন টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ নদী বন্দরের দমদমিয়া ঘাটের জন্য ২টি ৩০'' ডায়া এম.এস স্পাড নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ ।
- বাঅনৌপক , বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মুলাদী (নাজিরপুর) লঞ্চঘাটে অতিরিক্ত ২টি স্পাড স্থাপন ও হেলে যাওয়া ১টি স্পাড উত্তোলন পূর্বক পুনঃস্থাপনসহ এবং জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- বাঅনৌপক পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন ভিকাখালী লঞ্চঘাটের জেটি নির্মান ও স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- বিআইডব্লিউটিএ নদী বন্দরের সিটি মার্কেট সংলগ্ন কাচাঁ বাজারের রাস্তা আরসিসি করন ও কাউয়ারচর খেয়াঘাট হতে কর্তৃপক্ষের পাইলট বিশ্রামাগার পর্যন্ত রাস্তার কার্পেটিং সহ আনুষঙ্গিক কাজ।
- চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন দোহাজারী ডিজিপিএস স্টেশনে আনসার এবং কর্মচারীদের জন্য সেমিপাকা ব্যারাক নির্মান কাজ;
- চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বাশঁখালীস্থ শেখেরখিল ঘাটে ২টি এম.এস স্পাড স্থাপন কাজ;
- নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন চাতলপাড় লঞ্চঘাটের ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্য স্টীল জেটির মেরামত ও সংরক্ষন কাজ;
- নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ঘোড়াশাল নদী বন্দরের রুপগঞ্জ শিমুলিয়া এলাকার ১টি স্টীল জেটি, ২টি স্টীল স্পাড ও সংযোগ রাস্তা নির্মানসহ আনুশঙ্গিক কাজ;
- বাঅনৌপক , বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন চরমোনাই লঞ্চঘাটে ০২(দুই) টি ৩০'' ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন এবং স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মান সহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সদরঘাট টার্মিনাল-১ এর গেইট সংলগ্ন ভিআইপি এলাকায় বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল পেন্টিং কাজ;
- বাঅনৌপক প্রধান কার্যালয়ের মেইন গেটের সম্মুখের দেয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মনুমেন্ট নির্মান;

- বালাশী ও বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট নির্মাণ;
- টেকনাফে নাফ নদীর পর্যটক ঘাটে আর সি সি পিলার দিয়ে ২২৫ ফুট জেটি নির্মান কাজ:
- কক্সবাজার জেলার আওতাধীন টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ নদী বন্দরের জন্য এম.এস স্পাড নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- সোয়ারীঘাটস্থ ট্রলারঘাটের জন্য ১টি জেটি ও ২টি ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের স্পাড স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০১ এর রিভার সাইট হতে উচ্ছেদকৃত দোকানের স্থান নান্দনিক করন কাজ (১ম পর্যায়);
- আগানগর শুল্ক আদায় কেন্দ্রের ও জিনজিরা টিন পট্টি এলাকায় যাত্রী উঠানামার জন্য ২টি আরসিসি সিঁড়ি উন্নয়ন কাজ;
- ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন কেরানীগঞ্জ বাশঁপট্টিতে ১টি আরসিসি সিড়ি স্থাপন কাজ;
- নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আজমেরীগঞ্জ লঞ্চঘাটে জেটি, স্পাড, সংযোগ সড়ক এবং আংশিক তীররক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় প্রায় ১২০০ পিলার স্থাপন করা হয়েছে। কাজ চলমান রয়েছে।

ড্রেজিং বিভাগঃ

ক. নৌপথ পুনরুদ্ধার ও খনন সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ সরকার নদী ও নৌপথ উন্নয়নে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নদী নাব্যতা রক্ষা, নদীর মাধ্যমে জলাধার সৃষ্টি ও নিরাপদ নদীপথ উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশে সড়কের পরিবর্তে নৌপথ ব্যবহার করে পণ্য ও কার্গো পরিবহনে প্রতিবছর ব্যয় সাশ্রয় হয় ৭৫০ কোটি টাকা, পক্ষান্তরে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নদীর নাব্যতা রক্ষা ওনিরাপদ নদীপথ উন্নয়নে প্রতিবছর ড্রেজিং বাবদ ব্যয় হয় প্রায় ৬০ কোটি টাকা। ব্যাপক খননের পরিকল্পনা হিসেবে সরকারের বর্তমান মেয়াদে প্রায় ১০হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ২৮ জুন ২০২০ পর্যন্ত গত ১ বছরে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ কিঃমিঃ (কপি সংযুক্ত) নৌপথ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ এর ড্রেজার বহরে বর্তমানে ৪৫টি ড্রেজার রয়েছে যা দিয়ে বছরে প্রায় ৩৪৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা যায়। বিআইডব্লিউটিএ'র চলমান ৩৫ ড্রেজার প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালের মধ্যে আরও ১০টি ড্রেজার সংগৃহীত হবে। এর ফলে ২০২২ সালে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৫ । বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ১০০টির ও বেশি ড্রেজার রয়েছে। বেসরকারি ড্রেজার সংখ্যাসহ বর্তমানে দেশের মোট ড্রেজিং সক্ষমতা বছরে প্রায় ৮০০ লক্ষ ঘন মিটার। অপরদিকে বিআইডব্লিউটিএ'র বার্ষিক ড্রেজিং চাহিদা প্রায় ১৬০০ লক্ষ ঘনমিটার অর্থাৎ বর্তমানে বার্ষিক ড্রেজিং ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৮০০ লক্ষ ঘনমিটার। প্রস্তাবিত ৩৫টি ড্রেজার সংগৃহীত হলে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার সংখ্যা ৮০ টিতে উন্নীত হয়ে বার্ষিক ড্রেজিং সক্ষমতা দাঁড়াবে ৬৭২ লক্ষ ঘন মিটার। এর ফলে বিআইডব্লিউটিএ'র বার্ষিক ড্রেজিং চাহিদার ৭০.০০% পূরণ করা সম্ভব হবে । খসড়া ড্রেজিং মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ১৭৮টি নৌপথ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩১৩টি নদী খনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া, খালসমূহ খননের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে, সকল নদীর রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইডব্লিউটিএ-কে ।

মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম.পি. কর্তৃক
"বুড়িগঙ্গায় পতিত তরল ড্রেনেজ বর্জ্য বিশুদ্ধকরনের লক্ষ্যে নির্মিত পরিশোধানাগার" এর শুভ উদ্বোধন

ড্রেজিং বিভাগ

২০১৯-২০২০

সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ ঃ

ক্রঃ নং	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)		অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)		মোট অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)
	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	
০১	১১৬.৭০	১০৮.৭৫	৭৪.৬০	৭৮.৪২	১৫২.৯৬

উন্নয়ন ড্রেজিং কাজ ঃ

ক্রঃ নং	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)		অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)		মোট অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)
	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	
০১	৩৫.৭০	২৯১.৭৫	৫২.৭০	২৫৪.০৫	৩০৬.৭৫

অভ্যন্তরীণ ফেরী/নৌপথে সারা বছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ইত্যাদি জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নাব্যতা সংরক্ষনের জন্য নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজে সারা দেশের নদীসমূহে বিআইডব্লিউটিএ সহ বেসরকারী ড্রেজারের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৫২.৯৬ লক্ষ ঘনমিটার খনন কার্য সম্পন্ন হয়েছে | অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে ৫৩ টি নৌপথ খনন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়ে ২৪ টি), ১২ টি নদী খনন প্রকল্প, "মোংলা হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশি পর্যন্ত নৌ-রুটের নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্প", পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, পুনর্ভবা ও তুলাই ড্রেজিং প্রকল্প এবং বালাশী ও বাহাদুরবাদ ফেরী ঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে নদীর নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩০৬.৭৫ লক্ষ ঘনমিটার উন্নয়ন ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেজিং কার্যক্রমের বিস্তারিত এতদসংঙ্গে সংযুক্ত করা হলো ঃ- (কপি সংযুক্ত)

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় নাব্য নৌ-পথের দৈর্ঘ্য

তারিখ ঃ ১৩/০৬/২০২০

ক্রঃ নং	খনন এলাকা	নদীর নাম	খননকৃত দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)
১।	মাদারীপুর-কাবিরাজপুর-চৌধুরীহাট নৌ-পথ		
	(ক) জাজিরা- মাদারীপুর	আড়িয়াল খাঁ	২০.০০
	(খ) মাদারীপুর-কবিরাজপুর-পিয়াজখালী	ময়নাকাটা	১১.০০
২।	নারায়নগঞ্জ-দাউদকান্দি	মেঘনা, গোমতি	৭.০০
৩।	ডেমড়া-ঘোড়াশাল-পলাশ টোক-কটিয়াদি নৌ-পথ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	৩.০০
৪।	আনোয়ারপুর-তাহেরপুর-বিশম্বপুর নৌ-পথ	বাউলাই, রক্তি, রকশা	৮.০০
৫।	সিনধিয়া ঘাট ভাঙ্গা নৌ-পথ	কুমার	৭.০০
৬।	নরসিংদী সলিমগঞ্জ-বাঞ্ছারামপুর নৌ-পথ	তিতাস নদী	৫.০০
৭।	দাউদকান্দি-হোমনা-রামকৃষ্ণ নৌ-পথ	তিতাস নদী	৪.০০
৮।	কটিয়াদী-ভৈরব নৌ-পথ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	৫.০০
৯।	গাগলাজোড়-মোহনগঞ্জ নৌ-পথ	কংস নদী	১০.০০
১০।	দিলালপুর-চামড়াঘাট-নিকলি-নেত্রকোনা নৌ-পথ	বাউলাই ও মগরা	১৪.০০
১১।	চিত্রি-নবীনগর-গোকর্নঘাট-কুটিবাড়ি নৌ-পথ	মেঘনা, পাগলা, বুড়ি	৬.০০
১২।	ছাতক-ভোলাগঞ্জ	নতুন নদী	৭.০০

১৩।	খুলনা-নোয়াপাড়া	ভৈরব	১১.০০
১৪।	টরকী-হোসনাবাদ-ফাঁসিয়াতলা	পালরদি	৭.০০
১৫।	মোহনগঞ্জ হতে নালিতাবাড়ি নৌ-পথ	বোগাই কংস নদী	৭০.০০
১৬।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	৫৮.০০
১৭।	মেঘনা-লাঙ্গলবন্ধ নৌ-পথ	ব্রহ্মপুত্র	১১.০০
১৮।	ডলুরা-সুনামগঞ্জ	চলতি/ঝালুখালি	৬.০০
১৯।	হাজরাপুর-জাবরা	ধলেশ্বরী	৮.০০
২০।	পাবনা-নাটোর-দিনাজপুর	আত্রাই	১৮.০০
২১।	দুধকুমার নদী	দুধকুমার	৪.০০
		মোট	**৩০০.০০ কিঃমিঃ**

২০১৯-২০ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমঃ

"৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি ড্রেজারসহ ১৬১ টি জলযান সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকা)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় এবং মে' ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরে মে পর্যন্ত ব্যয়
(ক)	"১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ " শীর্ষক প্রকল্পঃ	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার বহরের বার্ষিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ক্রমবর্ধমান ড্রেজিং চাহিদা মিটানো।	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৪৫৬০.২২ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ৭০৬৪৩.৯৪	১৩৯.৯০
(খ)	"২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পঃ	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণসহ ক্রমবর্ধমান ড্রেজিং চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার বহরের ড্রেজিং ক্ষমতা ২৩২.৫০ লক্ষ ঘনমিটার বৃদ্ধি করা।	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২০৮৭৯৯.৮৭ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ১৫২৫৭৬.১৫	১৪৬৩৭.০৬
(গ)	"৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ১০০টি নদী খনন করে প্রায় ৮০০০ কিঃ মিঃ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-রুট ও ফেরী রুটসমূহে সারা বছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ভেসেল ও অন্যান্য নৌ-যান নির্বিঘ্নে চলাচলের উপযোগী করা এবং ক্রমবর্ধমান ড্রেজিং চাহিদার মিটানোর লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৪৮৯০৩.৪২ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ৮৪৭.৯১	৮০৭.৬২

উল্লেখ্য, ২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ টি ড্রেজার ও ৫৮টি আনুষঙ্গিক জলযান এবং "১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০টি ড্রেজার ও ৫৮ টি জলযান সংগৃহীত হয়েছে।

নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ

নৌ-সওপ বিভাগের অধিনে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নৌ-পথে স্থাপনের জন্য সংগৃহীত স্থায়ী নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি বিবরণঃ

বিভিন্ন নৌ-পথে স্থাপনের জন্য ৪০ শ্যাকেল চেইন (২৪ এমএম ডায়া), ২০ শ্যাকেল চেইন (৩২ এমএম ডায়া), ২০ ব্রাইডেল চেইন (৩২ এম এম ডায়া) , ৩০ ব্রাইডেল চেইন (৩৮ এম এম ডায়া), ২০০ টি আরসিসি পিসিপোল, ৩৫০ বর্গমিটার স্কচলিষ্ট পেপার, ৩৪ কয়েল এফ এস তার (২৪ এম এম ডায়া), ৮০০ টি আয়রন মার্কা সংগ্রহ করা হয়েছে।	নৌ-সওপ বিভাগের ০৭টি শাখার অধিনে প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার নৌ-পথে উল্লেখিত নৌ-সহায়ক যন্তপাতি স্থাপনের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নৌ-সওপ বিভাগের অধিনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ঘাটের পন্টুন মেরামত ও পন্টুন স্থাপনের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	পন্টুন মেরামত	বিভিন্ন ঘাটে পন্টুন স্থাপন	মন্তব্য
০১।	২০১৯-২০২০	২৩৩ টি	যাত্রী সাধারনের নিরাপদে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ২৩৩ টি পন্টুন ঘাটে রেখে ক্ষুদ্র/মাঝারী মেরামত করে সংশ্লিষ্ট ঘাটে পুনঃস্থাপন/প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	এতে করে যাত্রী সাধারণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে লঞ্চে উঠা-নামা করে থাকেন।

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগঃ

পন্টুন সংগ্রহ ও মেরামতঃ

০৩ টি নতুন স্পীডবোট পন্টুন নির্মান কাজ চলমান রয়েছে ।
ছোট, মাঝারি ও বড় মিলে মোট ১৫ টি পন্টুন মেরামত কাজ শেষে ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে ।

১। "Feasibility Study for Procurement of 2 (Two) High power Salvage vessels with allied facilities, Different Types of 61(Sixty One) Service Vessels including 6 (Six) River cleaning vessels & Different types of 132(One Hundred Thirty Two) Pontoons for BIWTA" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং পিসিআর রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

২। "আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পণ্যঃ ০১ এর আওতায় ৪৫টি বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুনের (১০০´ × ৩২´ × ৭.৫´) সংগ্রহ কাজের ৫০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং পণ্যঃ ০২ এর আওতায় ০৫টি বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুনের (১২০´ × ৩৫´ × ৭.৫´) সংগ্রহ কাজের ৮৫ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে । এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে স্পাড, গ্যাংওয়ে, আরসিসি র‍্যাম্প, স্টীল জেটি, বোলার্ড, স্লোপ প্রটেকশন প্রভৃতি পূর্ত স্থাপনাদি নির্মান কাজ চলমান রয়েছে ।

মেরামত ও সংরক্ষন-জাহাজঃ

০৮ টি জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যার মধ্যে ০৫ টির বিল পরিশোধ করা হয়েছে , ০১ টির বিল পরিশোধ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ০২ টি মেরামত কাজ চলমান রয়েছে ।

খুচরা যন্ত্রাংশ জাহাজঃ

১৪ টি জাহাজের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যার মধ্যে ০৭ টির বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং বাকী ০৭ টির কাজ চলশান রয়েছে ।

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পযন্ত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ১৯৯২.২৫ বর্গ কিঃ মিঃ এবং উপকূলীয় নৌ-পথে ৭৫০ বর্গ কিঃ মিঃ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জরিপ শাখা ঃ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত জরিপ কাজ ঃ

ক্রমিক নং	জরিপ এলাকা	প্রকল্পের নাম
১।	মোহাম্মদপুর ব্রীজ হতে আমতলী	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
২।	সিরাজগঞ্জ হতে নুনখাওয়া	ঐ
৩।	ভৈরব-কটিয়াদি নৌ-রুট	ঐ
৪।	চিত্রা-নবীনগর-গোকর্ণঘাট	ঐ
৫।	জাজিরা এলাকা	১২ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
৬।	মিরকাদিম এলাকা	ঐ
৭।	ডহুরী হতে বালিরটেক	ঐ
৮।	তাসতিপুর এলাকা	ঐ
৯।	টোক হতে ড্রেনেরঘাট এলাকা	ঐ
১০।	সুরেশ্বর-আঙ্গারিয়া নৌ-রুট	ঐ
১১।	কালকিনি-হোসনাবাদ-টরকী নৌ-রুট	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
১২।	পাতিল ঝাপ এলাকা	ঐ
১৩।	সোনাকান্দা হতে সৈয়দপুর এলাকা	ঐ
১৪।	লক্ষীরচর হতে আলুবাজার	১২ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
১৫।	নিকলি হতে নেত্রকোনা	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
১৬।	আমিন বাজার হতে আশুলিয়া	ঐ
১৭।	ঘাগলাজোর হতে বাউসিয়া	ঐ
১৮।	খুলনা হতে নোয়াপাড়া	ঐ
১৯।	দাউদকান্দি ব্রীজ এলাকা	১২ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
২০।	চাঁদপুর-ইচুলি-হাজিগঞ্জ নৌ-রুট	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
২১।	বিজি মাউথ হতে তুলশিখালী ব্রীজ	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ এর পরিচিতিঃ

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৭০ সালে "ডেক কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে যাত্রা শুরু করে । কেন্দ্রটি বৃটিশ ও ড্যানিশ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয় । অতঃপর কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্বভার নৌপরিবহনমন্ত্রণায়লের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠান বিআইডব্লিউটিএ গ্রহণ করে । কেন্দ্রের মান উন্নয়নের জন্য ১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মিশরীয় বিশেষজ্ঞদের তত্বাবধানে কেন্দ্রের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম এর মান ও stcw মডেল পাঠ্যক্রম সমপর্যায়ে উন্নিত করা হয়। অতঃপর ২০০৩ ইং সালে ডেক কর্মীর পাশাপাশি ইঞ্জিন কর্মীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হওয়ায় কেন্দ্রের নাম "ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলীঃ

ক) বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নতুন ভবন নিমার্ণের জন্য আগত বিভিন্ন পরিদর্শকগণ কর্তৃক ডিইপিটিসি পরিদর্শন এবং নতুন ভবন নির্মানের জন্য সয়েল টেষ্ট সম্পন্নকরণ।
খ) মেরিন শিক্ষানবিশ সংখ্যা ১০০ জন হতে ৫০ জন বৃদ্ধি করে ১৫০ এ উন্নিত করা হয়েছে।
গ) নৌযানকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা জুলাই-২০১৯ হলে মার্চ-২০২০ ই পর্যন্ত প্রায় ২৬৫০ জন।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ ও কোস্টাল নৌযানকর্মীদের একটি ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ২২ টি কোর্স চলমান রয়েছে। এক বছর মেয়াদী মেরিন এ্যাপ্রেন্টিসশীপ কোর্সে ১৫০ জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে । ০১ মাস মেয়াদী পরিক্ষাপ্রস্তুতীমূলক কোর্সে এ বছর ২৬৫০জন নৌযানকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যগণ নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। মেরিন শিক্ষানবিশদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনিংশীপ সিদ্দিকীতে নারায়ণগঞ্জ – চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জ – মোহনপুর ও নারায়ণগঞ্জ-মাওয়া – বাঘাবাড়ী নৌপথে ভয়েজ করা হয়েছে । কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষায় ক্যাম্পাসে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

এসপিটিআই মাদারীপুর পরিচিতিঃ

এসপিটিআই মাদারীপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০১৩ ইং সনে ১৫ জন ডেক এবং ১৫ জন ইঞ্জিন শিক্ষানবিশ নিয়ে চারটি টিনশেড ভবনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে এসপিটিআই উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবন সহ প্রশিক্ষণ সরঞ্জমাদি আধুনিকী করন করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রটির একই সাথে এক বছর মেয়াদী ২০০ জন শিক্ষনবিশ এবং পর্যাপ্ত ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও উক্ত কেন্দ্রে এস টি সি ডব্লিউ এর বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্স চালু রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

এসপিটিআই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ ও কোস্টাল নৌ-যান কর্মীদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আস্থাশীল প্রতিষ্ঠান। যেকোন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এখন প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীন নৌ-যান কর্মীদের স্বল্প খরচে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ১৬টি কোর্স চলমান রয়েছে।এক বছর মেয়াদী মেরিন এ্যাপ্রেন্টিস শীপ কোর্সে ৫০জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০১ মাস মেয়াদী পরীক্ষা প্রস্তুতী মূলক কোর্সে এ যাবৎ ২৫০০ জন নৌ-যান কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের সদস্যগণ নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। মেরিন শিক্ষানবিশদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনিং শীপ এ্যারিস মাদারীপুর-বরিশাল-মাদারীপুর ভয়েজ করা হয়েছে। কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষা এবং শোভা বর্ধনের জন্য ক্যাম্পাসে ফল ও ফুলের বাগান রয়েছে ।

ডিইপিটিসি, বরিশাল এর পরিচিতিঃ

ডিইপিটিসি, বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০১২ ইং সনে ১৫ জন ডেক এবং ১৫ জন ইঞ্জিন মেরিন শিক্ষানবিশ নিয়ে একটি টিন শেড হোষ্টেল ভবন এবং একটি দোতলা প্রশাসনিক ভবন নিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে একটি দোতলা একাডেমিক ভবন একটি আংশিক দোতলা আবাসিক হোষ্টেল ভবন নির্মান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জমাদি আধুনিকীকরন করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রটির একই সাথে একবছর মেয়াদী ৩০ জন মেরিন শিক্ষনবিশ এবং পর্যাপ্ত ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও উক্ত কেন্দ্রে এসটিসিডব্লিউ এর বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্স চালু রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের উল্লেখ যোগ্য সাফল্যঃ

ডিইপিটিসি বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ ও কোস্টাল নৌ-যান কর্মীদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আস্থাশীল প্রতিষ্ঠান। যেকোন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এখন প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীন নৌ-যান কর্মীদের স্বল্প খরচে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ১৬টি কোর্স চলমান রয়েছে। এক বছর মেয়াদী মেরিন এ্যাপ্রেন্টিস শীপ কোর্সে ৩০ জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০১ মাস মেয়াদী পরীক্ষা প্রস্তুতীমূলক কোর্সে এ যাবৎ ৩৫০০ জন নৌ-যান কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্য গণ নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। মেরিন শিক্ষানবিশদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনিং শীপ এ্যারিস মাদারীপুর-বরিশাল-মাদারীপুর ভয়েজ করা হয়েছে। কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষা এবং শোভাবর্ধনের জন্য ক্যাম্পাসে ফল ও ফুলের বাগান রয়েছে ।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ২৩ (তেইশ)টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১ (এক)টি; ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC) এর আওতায় ১ (এক)টি ও কোরিয়ান কারিগরি সহায়তায় ১ (এক)টি সহ মোট ৩ (তিন)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দ রয়েছে ১৩৯২.৮৯ (তেরশত বিরানব্বই কোটি উননব্বই লাখ)। এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে মোট ১২১৩.২৯৪৫ (বারোশত তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার) যা শতকরা ৮৭.১১% (শতকরা সাতাশি দশমিক এক এক ভাগ) । ২০১৯-২০ (ফেব্রুয়ারি'২০ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৫৪৮.০১ কোটি টাকা ।

চলমান প্রকল্পসমূহ: বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি (সর্বশেষ ২৮ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	আর্থিক/বাস্তব অগ্রগতি (%)	প্রকল্প সমূহের উদ্দেশ্য
১।	১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)	৭৪৫৬০.২২	জুলাই ২০১১ - জুন ২০২০	৭০৬৪৩.৯২ (৯৪.৫৭%) বাস্তব (৯৮.৩৭%)	অভ্যন্তরীন নৌপথে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নৌপথের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।
২।	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন	৫০৮৪৬.০০	অক্টোবর ২০১১ - জুন ২০২০	৪২১২৮.৫৪ (৮২.০৪%) বাস্তব (৯৪.০০)	
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) (১ম সংশোধিত)	১৯২৩০০	জুলাই ২০১২ - জুন ২০২১	১১৫৬৪৭.৯৭ (৫৭.৪৫%) বাস্তব (৭১%)	
৪।	শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর	৫৯০৩.৩২	জুলাই ২০১৩-জুন ২০২০	৫৭২০.৯২ (৯৫.২%) বাস্তব (৯৯%)	
৫।	২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	২০৮৭৯৯.৮৭	জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১	১৫২৫৭৬.১৫ (৬৮.৯%) বাস্তব (৮৭.৫১%)	
৬।	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকন স্টেশন আধুনিকীকরণ	২৪১২.৩৫	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	৪৪৪.৪৮ (১৮.৪১%) বাস্তব (২২%)	
৭।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)	৩২০০০০.০০	জুলাই-২০১৬-জুন ২০২৪	২৬৯১.৮৫ (৩৬.৩৮%) বাস্তব (৫.৩৯%)	
৮।	সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনঃনির্মাণ	৫২৬৪.২৫	জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২০	৪১০৮.৬৫ (৭৮.০৫%) বাস্তব (৯১%)	
৯।	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন	৯৫৬০০.০০	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৫	৩৯৬৬৩.৪৫ (৪১.৪৭%) বাস্তব (৪১.০৭%)	
১০।	বালাশী বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ	১৪২৬০.০০	জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯	৯০৪৮.৯৩ (৫৮.৯%) বাস্তব (৬০.৮৫%)	
১১।	আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।	১২৯৩০০.০০	জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১	৬৬৭২০.৭৯ (৭৪.৩৮%) বাস্তব (৫০.৩৬%)	
১২।	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)	৮৪৮৫৫.০০	জুলাই ২০১৮- জুন ২০২২	৭৪৭৮.১৫ (৬.০১%) বাস্তব (১৪%)	
১৩।	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ।	৫১৩৯০.০০	জুলাই ২০১৮- জুন ২০২১	২১৬.৬২ (০.৪২%) বাস্তব (০.৯৬%)	

১৪।	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ।	৪৪৮৯০৩.৪২	অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩	৮৪৭.৯১ (০.১৫%) বাস্তব (০.২৯%)	
১৫।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার।	৪৩৭১০০.০০	সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৪	৯৫৮৩.৯৪ (২.১৩%) বাস্তব (৩.৬১%)	
১৬।	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান কল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৪১৩.৭৭	ডিসেম্বর ২০১৮-মে ২০২০	৩৫১.৬১ (৪৩.৯%) বাস্তব (৭২.৫০%)	
১৭।	আনুষংগিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন।	১৬২৭১.১৮	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০	১৬১০.১৪ (৯.৮৯%) বাস্তব (২৩%)	
১৮।	বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশনসহ জলাবদ্ধতা রোধ, সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ।	৪১২.৭০	ফেব্রুয়ারী ২০১৯-জুলাই ২০২০	৭৩.৬২ (০.০৪%) বাস্তব (১৫%)	
১৯।	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিআইডব্লিউটিএ'র উদ্ধারকারী জলযানের জন্য হাইড্রোলিক ইঞ্জিনসহ অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ।	৪১৭.৯৮	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০		প্রকল্পটি গত ০২-০৯-২০১৯ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ।
২০।	অভ্যন্তরী ও উপকুলীয় নৌপথের জন্য নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন ।	৪৯৮৭.৭৫	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০		প্রকল্পটি গত ১৫-১০-২০১৯ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ।
২১।	নারায়নগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীন কন্টেইনার এবং বাল্কহেড টার্মিনাল নির্মান ।	৩৯২০০.০০	জানুয়ারী ২০২০-জুন ২০২৩		প্রকল্পটি গত ১৪-০১-২০২০ তারিখ একনেকে অনুমোদিত হয় ।
২২	ঢাকা-লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ।	৪৯৮৮.০০	জানুয়ারী ২০২০-জুন ২০২২		গত ১০-০২-২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২৩	পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া/গোয়ালন্দে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকায়ন।	১৩৭২৫৪.০০	জানুয়ারী ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১		গত ১৮-০২-২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২৪।	বুড়িগংগা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভুমিতে ওয়াকওয়ে, ইকো-পার্ক ও আনুষংগিক স্থাপনা নির্মাণ (৩য় পর্যায়) এবং ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথ নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসরণের নিমিত্ত উক্ত অংগসমূহের উন্নয়ন প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা)	৪৭৪.৭১	জুলাই ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯	৪৭৩.০০ (৯৯.৩৭%) বাস্তব (১০০%)	প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ।
২৫।	বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আনুষংগিক সুবিধাদিসহ ২(দুই)টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান, ৬(ছয়)টি রিভার ক্লিনিং ভেসেলসহ বিভিন্ন ধরনের ৬১(একষট্টি) সার্ভিস জাহাজ এবং বিভিন্ন ধরনের ১৩২ (একশত বত্রিশ)টি পন্টুন সংগ্রহের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রস্তাব	৪৩৫.৪১	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৯	৪৩০.৪৭ (৯৮.৮৭%) বাস্তব (১০০%)	প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ।

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

(১৫.১) উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত):

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
বৈদেশিক সাহায্যসহ জিওবি অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পঃ			
২৩টি	১৩৯২.৮৯ (তেরশত বিরানব্বই কোটি উননব্বই লাখ)	১২১৩.২৯৪৫ (বারোশত তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার) ও ৮৭.১১% (শতকরা সাতাশি দশমিক এক এক ভাগ)	০৫ টি

(১৫.২) প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত):

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০৪টি	১। ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ খনন (১ম সংশোধিত)। ২। মাদারীপুর শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, (২য় সংশোধিত)। ৩। সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)। ৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান কল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ৫। বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আনুষংগিক সুবিধাদিসহ ২(দুই)টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান, ৬(ছয়)টি রিভার ক্লিনিং ভেসেলসহ বিভিন্ন ধরনের ৬১(একষট্টি) সার্ভিস জাহাজ এবং বিভিন্ন ধরনের ১৩২(একশত বত্রিশ)টি পন্টুন সংগ্রহের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রস্তাব। ৬। বুড়িগংগা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভুমিতে ওয়াকওয়ে, ইকো-পার্ক ও আনুষংগিক স্থাপনা নির্মাণ (৩য় পর্যায়) এবং ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথ নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসরণের নিমিত্ত উক্ত অংগসমূহের উন্নয়ন প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	-	-

মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম.পি. কর্তৃক
“ পাবনা জেলার নগরবাড়ীতে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ কাজ” এর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম.পি. কর্তৃক
বাংলাদেশে আগত ভারতীয় ক্রুজ শিপ ‘এম ভি বেঙ্গলগঙ্গা’ এর অতিথিদের” অভ্যর্থনা গ্রহণ